শ্রীশ্রীমা ও উদাসী সন্ত শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী (ইং ২০০৫)

শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে শ্রীগোবিন্দদাসজীর (বয়স ৯৪) প্রথম সাক্ষাৎ হয় আমাদের অখণ্ড মহাপীঠে শিবমহাযজ্ঞে, ইং ২১ শে ফেব্রুয়ারী ২০০৫ সন। প্রথম সাক্ষাতেই গোবিন্দদাসজী শ্রীশ্রীমাকে 'জগজ্জননী' বলে সম্বোধন করেন। গোবিন্দদাসজী বঙ্গ-উদাসী সম্প্রদায়ের সর্বাধিক বয়োজ্যেষ্ঠ সন্ত বলে অতিসুপ্রসিদ্ধ। শ্রীশ্রীমায়ের কোন সন্তানের নিকট ফটোতে শ্রীশ্রীমাকে দেখে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য খুব আগ্রহী হয়ে উঠেন তিনি। শ্রীমাকে চাক্ষুষ দেখবার পূর্বেই শ্রীশ্রীমাকে 'আদ্যাশক্তি মা' রূপে তিনি শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে বরণ করে নেন। প্রথম দর্শন ও সাক্ষাৎকারের পর শ্রীশ্রীমা যখন অন্যান্য সাধুসন্তদের বরণ করবার পর, গোবিন্দদাসজীকে বরণ করার জন্য ফুলের মালা নিয়ে তাঁর গলায় দিতে গেলেন তখন গোবিন্দদাসজী ছলছল চোখে আবেগভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন - ''আমায় মালা দেবেন না মা, আমি কি মালা পরার যোগ্য? আমি আপনার সন্তান।'' বলেই তিনি সোফা থেকে নেমে গিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। শ্রীশ্রীমায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে তিনি অবলীলাক্রমে বৃদ্ধ সাধুবাবাকে ধরে তুলে সোফায় বসালেন এবং গোলাপ ফুলের সৌরভে পূর্ণ ফুলের পাপড়ি হাতে মুঠো করে নিয়ে ''গোপাল গোপাল'' বলে তাঁর সারা অঙ্গে ছড়িয়ে দিলেন। গোবিন্দদাসজী মুগ্ধ নয়নে শ্রীশ্রীমাকে দেখছেন, তাঁর শ্রীমুখে যেন এক অতি প্রসন্নভাব প্রকাশিত হল। অখণ্ড মহাপীঠের শিবযজ্ঞের উদ্বোধন অনুষ্ঠান অতীব সুন্দর সুচারুভাবে সমাপ্ত হল। একে একে সকল সাধুসন্তেরা ভোগ-আহার গ্রহণপূর্বক তাঁহার নিজ নিজ গন্তব্যের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। শ্রীগোবিন্দদাসজীও যাওয়ার পূর্বে শ্রীশ্রীমাকে বলে গেলেন, ''আমি আবার আসব। আপনি আমার সঙ্গে একটু যোগাযোগ রাখবেন।''

এরপর ইং ১৬.০৪.০৫ তারিখে গোবিন্দদাসজী আবার অখণ্ড মহাপীঠে এলেন। শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে পর তিনি সর্বপ্রথম শ্রীশ্রীমাকে চরণে মাল্যদান করে পূজা করলেন। তারপর কিছুক্ষণ সাধারণ কথোপকথন হবার পর গোবিন্দদাসজী শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চাইলেন। শ্রীশ্রীমা তাঁহার ঘরে আসন করে তাঁকে নিয়ে গিয়ে বসালেন এবং শ্রীশ্রীমা স্বয়ং তাঁহার নিজ শয্যা-আসনে বসলেন। শ্রীশ্রীমা চাঁদুদাকে (স্বামী সদাশিবানন্দজী) সঙ্গে নিয়ে ঘরে এলেন। তার একটু পরে আমি শ্রীশ্রীমায়ের ঘরে ঢুকবার জন্যে ঘরের সামনে গিয়ে দেখি শ্রীমায়ের ঘরের দরজা বন্ধ। ভিতর হতে শ্রীমা আমায় ঘরে আসতে বললেন। আমি (শ্রীমান অর্ণব) আবছা অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরটিতে প্রবেশ করলাম। শ্রীমা তাঁর আসনে বসে আছেন, একপাশে চাঁদুদা ও শ্রীমায়ের সম্মুখে এক অতি বৃদ্ধ সৌম্যকান্তি সন্ন্যাসী উপবেশিত আছেন; বার্দ্ধক্যের পীড়নে তিনি নিজ শরীরের ভারও বহন করতে অক্ষম হয়ে পড়েছেন তাই দুটি হাত পাশে রেখে ভর দিয়ে বসে আছেন। কিন্তু তাঁর চোখ দুটি উজ্জ্বল আর শ্বেতশুভ্র শ্মশ্রু কেশের ফাঁকে মুখে একটি স্মিত মিষ্টি হাসি লেগে রয়েছে। আমি দেখলাম মন্ত্রমুগ্ধের মত শ্রীমায়ের মুখ থেকে গভীর যোগ সাধনতত্ত্ব ও পদ্ধতির কথা তিনি শুনে চলেছেন।

তিনি শ্রীমায়ের নিকট ক্রিয়াযোগ সাধন পদ্ধতি ও কৌশল দেখতে চাইলেন। তখন শ্রীমা চাঁদুদাকে ইঙ্গিত করতেই চাঁদুদা লাহিড়ী মহাশয়ের পূর্ণাঙ্গ প্রথম ক্রিয়ার প্রত্যেকটি মুদ্রা এক এক করে দেখিয়ে যেতে লাগলেন ও শ্রীমা চাঁদুদার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি মুদ্রা ও কৌশলগুলির উদ্দেশ্য ও হেতু ব্যাখ্যা করলেন। তারপর শ্রীমা নাথ সম্প্রদায়, নিম্বার্ক সম্প্রদায়, নানকপন্থী, সূফী সম্প্রদায় ইত্যাদি আরও অন্যান্য সম্প্রদায়ের যৌগিক কৌশলগুলির সঙ্গে ক্রিয়াযোগের সামঞ্জস্যতার পরিচয় দিয়ে গোবিন্দদাসজীকে বুঝিয়ে বললেন। এই গোপন গভীর সাধন পদ্ধতি দর্শন করার পর দেখলাম তাঁর চোখের কোলে জল। বললেন, ''মা, এই দেহ তো সেই শারীরিক ক্ষমতা হারিয়েছে, যার দ্বারা এই কঠিন কৌশল অনুশীলন করতে পারে, আমার কি হবে?''

এই কথা শুনে শ্রীমা স্মিত হাসলেন। অপার সর্বমঙ্গলময়, সর্বকল্যাণময়, করুণা ও স্নেহবাৎসল্যতাই যেন সেই হাসির নির্যাস। শ্রীমা তাঁকে বললেন যে ক্রিয়ার সব কৌশলই তাঁর জন্য কঠিন ঠিকই, কিন্তু সাধুবাবাকে শ্রীমা ওঁনার বয়সোপযুক্ত সাধন কৌশলই প্রদান করবেন যা পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়ার সমতুল্য। শ্রীশ্রীমা তাঁকে দেখে বুঝলেন যে হঠ্‌যোগাদির আসন - প্রাণায়াম, মুদ্রাসাধন এবং মন্ত্রসাধন তিনি সমগ্র জীবন ধরে করেছেন । কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের প্রকাশ তাঁর দেহ দেখলেই বোঝা যায়। শ্রীগোবিন্দদাসজীর গুরুদেব ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞানী মহাত্মা পূর্ণানন্দ স্বামীজী (উদাসী সম্প্রদায়)। শ্রীমা তাঁকে বললেন, ''এতদিন বাইরের মালা জপ করেছ, এবার অন্তরে মালা জপ কর।'' এই বলে শ্রীমা অন্তর-মালা জপের পদ্ধতি তাঁকে বলে দিলেন এবং নিজে সামনে বসে থেকে সাধন করালেন। সাধনের অন্তে শ্রীমা তাঁকে স্বহস্তে দর্শন মুদ্রা (যোনিমুদ্রা - আরেক প্রকার) দেখিয়ে দিলেন ও তৃতীয় নয়নে দর্শন করিয়ে দিলেন।

তারপর তিনি বেশ অনেকক্ষণ গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে রইলেন। সেটিও আরেকটি দিব্য-দর্শন - মুদিত নয়ন, মুখমণ্ডলে অতুলনীয় প্রশান্তি, স্থির নিস্পন্দ দেহ - কোথাও তরঙ্গের লেশমাত্র নেই।

যখন তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হল, দেখলাম তাঁর চোখ থেকে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে শ্বেত-শুভ্র শ্মশ্রুরাজির ভিতর

দিয়ে। আমাদের দিকে তাকিয়ে শ্রীমায়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বললেন, ''এ যে কি সম্পদ নিয়ে এখানে লুকিয়ে বসে আছে, তোমরা জান না। আমি পাঁচটা কুম্ভমেলায় সেবা করেছি, আমার সত্তরাধিক বর্ষের সন্ন্যাস জীবন, কোথাও কিচ্ছু নেই, সব ফাঁকা। আর এ এখানে সর্ববিদ্যাকে ধারণ করে বসে আছে।''

শতবর্ষের চৌকাঠে পৌঁছে যাওয়া এক বৃদ্ধ ঋষি, যিনি তাঁর দীর্ঘ ইহজীবন ও সাধনজীবনের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর মুখে এই অকপট স্বীকারোক্তি আমাদের মনেও শ্রীমায়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঞ্চার করলো। সাধুবাবা বললেন যে কিছুদিন পূর্বেই তিনি হৃদরোগে মরণাপন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রাপ্তি বোধহয় তাঁর পাওনা ছিল, তাই মৃত্যু এসেও তাঁর কাছ থেকে ফিরে গেছে।

শ্রীগোবিন্দদাসজীর সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের কিছু কথোপকথনঃ

গোবিন্দদাসজীঃ— মা, আপনি বলেন, আমার কি হবে? গুরুদেব যে আমায় আশীর্বাদ করে গেলেন এ জীবনে তোর অনেক হবে, তা ভিতরের কোনও কিছুই তো এখনও সম্পূর্ণ হল না।

শ্রীশ্রীমাঃ—সদ্‌গুরুর কথা কখনও মিথ্যা হয় না। আপনার ভিতরে তো সব হয়েই আছে; এত দীর্ঘদিনের সন্ন্যাসজীবন সাধন, নিয়ম-নিষ্ঠা কি বৃথা হয় বাবা? সদ্‌গুরু একই হন। তিনিই বহুরূপে বহুভাবে বহু আধারের মধ্যে দিয়ে সাধককে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান।

গোবিন্দদাসজীঃ—তাইলে আপনি এখন আমার একটা ব্যবস্থা করেন।

শ্রীশ্রীমাঃ—আচ্ছা। এখন যা বলছি বাবা তুমি তাই শোনো।

শ্রীশ্রীমা অন্তর-মালা জপ ক্রিয়ার বিষয় তাঁকে বুঝিয়ে বলে অনুশীলন করালেন। তারপর বললেন—''দেহ ওঙ্কারেরই রূপ; দেহে প্রণব জপের চৈতন্যময় মালা গাঁথো অবিরত, তাহলেই ক্রমশঃ বুঝতে পারবে যে ভিতরে প্রণব ধ্বনিটা উত্থিত হয়। তখন কান চাপা দিয়ে একাগ্র চিত্তে ঐ ধ্বনিকে অবিরত শ্রবণ কর। দেখবে তোমার ভিতরে অনাহত ধ্বনি সর্বদাই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।''

গোবিন্দদাসজীঃ—তাহলে অনাহত শব্দটা সবসময় শোনা যাবে?

শ্রীশ্রীমাঃ—হ্যাঁ। এখন যা কিছু সাধন তোমাকে জপের মধ্যে করতে হবে।

গোবিন্দদাসজীঃ—এখন আমার তো বয়স আর নেই।

শ্রীশ্রীমাঃ—না থাকলেও, তুমি জপ করতে পারো; জপের জন্য কোনও বয়সের দরকার হয় না।

গোবিন্দদাসজীঃ—সে তো জানি।

শ্রীশ্রীমাঃ—আর, তুমি যে সাত্ত্বিক জীবন যাপন করেছ নিয়ম নিষ্ঠা সহকারে, তার তো একটা ফল আছে।

গোবিন্দদাসজীঃ—মা, আপনি কৃপাপূর্বক যা দেখিয়ে দেলেন, তা আমি পরেও কি দেখতে পাব?

শ্রীশ্রীমাঃ—তোমার ত্রিপুটীর দরজাটি permanently ভেদ করে দিয়েছি। যোনিমুদ্রা বা চোখ টেপাটেপি না করেও যখনই তুমি ঐ স্থানে মন দেবে তখনই তোমার মনের চেতনার অবস্থান অনুযায়ী অন্তরে ব্রহ্মাণ্ডের রূপ বৈচিত্রময় আকারে তুমি দর্শন ও ধ্যান করতে পারবে।

গোবিন্দদাসজীঃ—আর আমার কিছু চাইনা। আমার যা গেছে গেছে!

শ্রীশ্রীমাঃ—সাধন পদ্ধতি সবই হল গুরুমুখী বিদ্যা। আজকাল অনেকেই এই অল্পবিদ্যা নিয়েই সব গুরুগিরি করছে। কিন্তু চৈতন্য ও শক্তি না থাকায় মানুষের মধ্যে সাধন পদ্ধতিগুলি কার্যকরী হচ্ছেনা। দেখ শিষ্যের হল গুরুতে সমর্পণ আর নিয়ম-নিষ্ঠা পালন আর সদ্‌গুরুর ক্ষেত্রে হল শিষ্যের আধারকে উপযুক্ত করে কৃপা বর্ষণ।

এরপর স্বল্প আহার করে, প্রসন্নচিত্তে আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করে গোবিন্দদাসজী তাঁর আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করলেন।

—মাতৃচরণাশ্রিত শ্রীঅর্ণব সরকার

হরির লুট

শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধু শুধু বাতাসা দিয়া হরিলুট দিতেন না। কোন সময় সন্দেশ, রসগোল্লা, ছাতু, চিড়ে, মুড়ি, কড়াইভাজা, ধুতি, জামা, ছাতা, লেপ, তোষক, কাগজ, ফল, দধি, দুগ্ধ, খোল, করতাল, তুলসীমালা, মাখন, ঘড়ি, আংটী পয়সা, টাকা, গিনি, পুস্তক, প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্য বিলাইয়া দিতেন। একদিন অনেক দ্রব্যাদি লুট দিবার পর ''আরও দেও, আরও দেও'' রব উঠিলে শ্রীশ্রীপ্রভু কমণ্ডলু হইতে জল ছিটাইয়া দিয়াছিলেন। সেই জল গায় লাগাতে কতিপয় মুখরা স্ত্রীলোক বলিয়াছিল, ''প্রভু মেয়েদের সঙ্গে মেশেন না, আমাদের মুখ পর্য্যন্ত দেখেন না, এদিকে আবার গায়ে জল ছিটিয়ে দেন কেন?'' তখন প্রভু মিত্রগোপালকে বলিলেন, ''ওরে, ওদের বল, আমি তো মেয়েলোকই চাই। কিন্তু পাই কই? এরা তো মেয়ে নয়, পুরুষেরও বাবা।'' **(বন্ধুলীলা তরঙ্গিনী)**

(স্ত্রীলোকের প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করা বড়ই দুঃসাধ্য। তবুও পুরুষের মধ্যে ভগবৎলাভের ইচ্ছার কারণে ত্যাগ অবলম্বনে সাধন জীবনযাপন করতে আজও দেখা যায়; কিন্তু এযুগে ''ত্যাগ'' ভাবটা স্ত্রীলোকের মধ্যে পাওয়াই দুর্লভ। ত্যাগী স্ত্রীলোক বিদ্যাশক্তিরূপিণী—**শ্রীশ্রীমা সর্বাণী**)